'বিশ্বজোড়া ফাঁত পেতেছ . . .'

অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী

১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাস। এম.কে. গান্ধী, বার-অ্যাট-ল, তেইশ বছরের এক যুবক, ভারতবর্ষে আইন ব্যবসায়ে অকৃতকার্য হওয়ার পর অনুপায়ে একটি আইন-মামলায় যোগদানের জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান শহরের উপকূলে পদার্পণ করলেন। পরবর্তী পর্যায়ে এই যুবকই সমগ্র বিশ্বের বিবেকের মহান রক্ষক, সত্য, প্রেম, অহিংসা ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর আধারিত এক মহাজীবন এবং মানব সভ্যতার ইতিহাসে তাঁর দুটি যুগান্তকারী অবদান—'সর্বোদয় দর্শন' ও তা প্রতিষ্ঠায় অন্যতম মাধ্যম 'সত্যাগ্রহ' তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। এরই মধ্যে প্রথম জীবনে আইনকার্যে অকৃতকার্য এই মানুষটিই পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯০৬ সালে সারা বিশ্বে ব্যারিস্টার বা আইনজ্ঞ হিসাবে অন্যতম অধিক উপার্জনকারী, তাও মামলা পরিচালনা না করে, কেবল পরামর্শ ও ড্রাফটিং করে এবং অত্যন্ত নৈতিকভাবে কারোর প্রতি কোনো বিদ্বেষ প্রকাশ না করে।

দক্ষিণ আফ্রিকা মো.ক. গান্ধী থেকে মহাত্মা গান্ধীতে পরিণত হওয়ার সূতিকাগার। ১৮৯৩ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত প্রায় একুশ বছর একটি বর্ণবিদ্বেষী, স্বৈরাচারী, অমানবিক সরকারের বিরুদ্ধে সে দেশে বসবাসকারী অত্যাচারিত ও অপমানিত ভারতীয়দের একত্র করে, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে তাঁর নিরন্তর সংগ্রাম সমগ্র বিশ্বের বিদগ্ধ, চিন্তাবিদ মানুষদের নজর কেড়েছে এবং সেইসময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত রুশ মনীষী ঋষি লিও টলস্টয় থেকে বিশ্বের অন্যতম সাহিত্যস্রষ্টা ও মানবহিতৈষী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা ফরাসি দার্শনিক রোমা রোঁলা বা প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক জর্জ বার্নাড শ অথবা বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন থেকে ভিয়েতনামের প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা হো-চি-মিন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো অধিবাসীদের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা ড. মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ার বা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা ড. নেলসন ম্যান্ডেলা প্রভৃতি অগণিত বিশ্ববিখ্যাত বিদগ্ধ চিন্তাবিদ ও সংগ্রামী মহাপুরুষগণ নানা অভিধায় তাঁকে ভূষিত করেছেন এবং মনে করেছেন যে মানব সভ্যতার সুরক্ষা ও তার আরও প্রস্ফুটনের জন্যে তাঁর চিন্তা ও কার্যক্রম সম্ভবত একমাত্র উপায় হিসাবে পরিগণিত হবে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক শ্রদ্ধাটি এসেছিল অ্যাডলফ হিটলারের প্রচার মন্ত্রী ড. গোয়েবলসের কাছ থেকে। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে তাঁর ডায়েরিতে ড. গোয়েবলস গান্ধীজিকে 'দেবমানব' বলে উল্লেখ করেছেন আর করেছেন দক্ষিণ

আফ্রিকার গভর্নর জেনারেল জেনারেল স্মাটস! গান্ধী-হত্যার পর ১৯৪৮ সালে ৩০ জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলায় বি.বি.সি.কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন 'মানুষদের জন্য যিনি ছিলেন রাজপুত্র আজ তাঁকে হরণ করা হল।'

১৯১৪ সালের ১৮ জুলাই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিদায় নিয়ে ভারতবর্ষের পথে ইংল্যান্ড হয়ে ৯ জানুয়ারি, ১৯১৫, গান্ধীজি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ওই বছরেই (১৯১৫) ১৫ মার্চ কলকাতা পৌরসভার পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে কিংবদন্তি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মত প্রকাশ করেন যে ইতিহাসের পাতায় গান্ধীজির নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে কারণ তিনি বিশ্বকে 'লড়াইয়ের এক নতুন হাতিয়ার' বা 'সত্যাগ্রহ'কে প্রদান করেছেন, যার সম্বন্ধে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন যে, 'মহাত্মাজিকে আমাদের শ্রদ্ধা, যিনি চিরকাল সত্যের জন্য সংগ্রাম করেছেন . . . তিনি দেখিয়েছেন হত্যা না করে কিভাবে স্বাধীনতা অর্জন করা যায় . . . কিভাবে, সম্ভবত এই প্রথম ঘোষিত হয়েছে যে আমাদের কর্তব্য জীবনকে স্থায়িত্ব দান করা, হত্যা নয় . . . এবং আমরা তবু জয়লাভ করব সত্য সত্যই এক অত্যুজ্জল বাণী . . .।' (*মহাত্মা গান্ধী*, পৃ. ২৪-২৫, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, কলকাতা)

কেবল পরাধীনতার গ্লানি মোচন নয় আজ সমগ্র বিশ্ব বর্তমানে যে অস্থির পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, হিংসা, বিদ্বেষ, বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা, লোভ, ক্ষমতার লিপ্সা, দুর্নীতি, ভোগবাদ ও উচ্চ প্রযুক্তির বিস্ফোরণ যেভাবে মানব-সভ্যতার প্রকৃত রূপ ও জীবনকে আচ্ছন্ন করেছে তার থেকে পরিত্রাণের একমাত্র ভরসা ও উপায় সম্ভবত গান্ধী-চিন্তা, কার্যধারা, কার্যক্রম এবং তাঁর নির্দেশিত ও প্রদর্শিত পথই হতে পারে বলে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাবিদগণ, সমাজ বিশ্লেষকগণ, পণ্ডিতবর্গ ও বিজ্ঞানীরা নব উজ্জীবিত পরিবর্তনশীল এক ব্যবস্থার কথা বলছেন যা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করবে, যা এককথায় গান্ধী (অ্যালভিন টফলার, *থার্ড ওয়েভ*)।

গান্ধী-চিন্তা ও পন্থার মাত্রা ও ব্যাপ্তি সমগ্র বিশ্বজুড়ে আরও প্রকাশিত হয়েছে সামাজিক অসাম্য, ন্যায় ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য, জনবিরোধী ও শোষণকারী সরকারকে অপসারণ করতে, বর্ণবৈষম্য রোধ করতে বিভিন্ন গণআন্দোলনের মধ্যে।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষে ফ্রান্সে একটি ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল যার প্রভাবে পশ্চিমের অন্যান্য দেশের ছাত্রদের মধ্যেও আলোড়ন দেখা দিয়েছিল যা থেকে প্রাচ্যের জাপানও প্রভাবিত হয়েছিল এবং এদেশেও সত্তরের দশকের শুরুতে গুজরাতে ও বিহারে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল—যার মূল দাবিগুলি ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার, বিকেন্দ্রিত সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন, বৃহৎ শিল্প ও নগরায়নের অবসান, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের অপসারণ ও সংস্কারসাধন, অসাম্যের অবসান প্রভৃতি যা আশ্চর্যজনকভাবে গান্ধী-অনুসারী, এমনকী পন্থাও।

এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে যেখানে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে বা যে দেশে

মানুষের পক্ষে অবমাননাকর বৈষম্যমূলক আচরণবিধি রয়েছে তার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত যে গণআন্দোলন সংগঠিত হয়েছে যেমন ফিলিপিন্সে কোরাজিন অ্যাকুইনোর নেতৃত্বে জনবিরোধী ও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থকারী দুর্নীতিগ্রস্ত এক সরকারের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ড. মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ারের নেতৃত্বে 'সিভিল রাইটস' আন্দোলন বা দক্ষিণ আফ্রিকায় ড. নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে বর্ণবৈষম্য অপসারণে আন্দোলন, সর্বত্র মহাত্মা গান্ধী ও গান্ধীপন্থার প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমনকী আজ সাম্যবাদী দুনিয়ায় সকলের অংশীদারিত্বের গণতন্ত্রের সপক্ষে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষিত হয়েছে তার পশ্চাতে গান্ধী-চিন্তার প্রভাব যথেষ্ট বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ কার্টুনিস্ট লো গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের শুরুতে একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে এক ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন যেখানে দেখানো হয়েছে এক গান্ধী হাজারো গান্ধীতে পরিণত হয়েছেন—তেমনি সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বর্তমানে মহাত্মা গান্ধীকে অলংকৃত করে বিভিন্ন গান্ধীতে পরিণত হয়ে তাঁকে অমরত্ব দান করেছেন বেশ কয়েকজন মহাপুরুষ—যেমন 'আমেরিকান গান্ধী' ড. মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ার, 'দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধী' ড. নেলসন ম্যান্ডেলা, 'মেক্সিকান গান্ধী' সিজার চ্যাভেজ, 'আফ্রিকান গান্ধী' অ্যালবার্ট সোয়াইৎজার, 'ইতালিয়ান গান্ধী' ল্যাঞ্জা দেল ভেস্তো বা 'লেবানিজ গান্ধী' কামাল জম্বলটি প্রমুখ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ছোট্ট অবয়বের অচেনা, একলা চলার একটি মানুষ বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত নৈতিক ও সত্যের বলে বলীয়ান এক ঐশ্বরিক তেজঃপুঞ্জ পরিণত মহাত্মা গান্ধীকে উপেক্ষা করে মানব সমাজ নিজেরাই কি 'ফাঁকি'তে পড়বে? অন্তত ড. মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ার তো তাই বলেছেন—'মনুষ্যকুলের কাছে পছন্দ হয় গান্ধীজি নয় সমূলে বিনাশ।'